প্রথম আলো

01 2013

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু

ডিজিটাল জালিয়াতির ঝুঁকি রয়েছে

আহমেদ জায়িফ ●

স্নাতক সম্মানে ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতি ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাই এবারের ভর্তি পরীক্ষায়ও মুঠোফোনে উত্তর সরবরাহ করতে জালিয়াত চক্রগুলো সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এরই মধ্যে বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি চক্র চুক্তি করেছে বলে জানা গেছে। আজ শুক্রবার থেকে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, কয়েক বছর ধরে মুঠোফোনে উত্তর সরবরাহের মাধ্যমে জালিয়াত চক্র সক্রিয় থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মূল হোতাদের শনাক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রতিবারই জালিয়াতির পৃথক কয়েকটি ঘটনায় পরীক্ষার্থী বা চক্রের সদস্য ধরা পড়লেও তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এ কারণে বারবার এমন ঘটনা ঘটছে।

এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য দুই লাখ ৬২ হাজার ৯০৩ শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন। মোট আসন ছয় হাজার ৬৬৮টি। প্রতি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৩৯ জন।

এবারের ভর্তি পরীক্ষায়ও জালিয়াত চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আমজাদ আলী। *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে কয়েকটি চক্রকে ধরতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় জালিয়াতি বন্ধ করতে ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় পরীক্ষার হলে মুঠোফোন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু জালিয়াত চক্রগুলো কেন্দ্রগুলোর শিক্ষক ও নিরাপত্তারক্ষীদের অর্থ দিয়ে তাদের চুক্তিবদ্ধ শিক্ষার্থীদের মুঠোফোন নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০১০ সালের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম 'ডিজিটাল জালিয়াতির' বিষয়টি আলোচনায় আসে। ওই বছর 'খ' ইউনিটের পরীক্ষার আগে ও পরীক্ষা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল টিম ও র‍্যাব যৌথভাবে এ চক্রের কয়েকজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাগুলো ক্যাম্পাসের পাশাপাশি বাইরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত জালিয়াতির ঘটনা ঘটে বাইরের কেন্দ্রগুলোতেই।

জালিয়াত চক্রের সদস্যরা এসব কেন্দ্রের কর্মকর্তা, শিক্ষক বা কর্মচারীর যোগসাজশে প্রশ্ন বের করে নিয়ে আসেন. এরপর দক্ষ কিছু ব্যক্তি কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো প্রশ্নপত্র সমাধান করেন। এসব সমাধান মুঠোফোনে খুদেবার্তার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া কিছু কেন্দ্রে উত্তরপত্র পূরণ করে তা শিক্ষকদের মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়।

আমজাদ আলী বলেন, বাইরের কেন্দ্রগুলোই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলো থেকে অভিযোগ আসা শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডির একটি সূত্র জানায়, জালিয়াতির কারণে গত বছর আটক হওয়া একটি জালিয়াত চক্রের সবাই জামিনে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এবারও সক্রিয় রয়েছেন।